ধারাবাহিক

যখন বৃষ্টি নামল

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বকথা ঃ নিজেই একদিন সুচারুকে জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছিল কুহু। কিন্তু এতদিন বাদে স্বামী সুচারুর উপর কেমন বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছে তার। মেয়ে রণিতাও কেমন যেন দূরে সরে থাকে। ছোটবেলায় মা ছাড়া ওই মেয়ে কিছুই জানত না। অথচ সেই মেয়েই কেমন পাল্টে গেল। ওদিকে কেকারও যেন কোনও কিছুই আর ভাল লাগে না। দিন যেন কাটতেই চায় না। হঠাৎ সে খেয়াল করে ভূমানন্দ আয়নার মধ্য দিয়ে তির্যকভাবে দেখছে ওকে।

৪

রাতে? চোখ গোলগোল করে এগিয়ে এসেছিলেন মনা কাকিমা।

হ্যাঁ। ভূতের বই তো, তাই রাতেই শ্যুটিং হবে।

যাঃ! আমাকে বোকা পেয়ে ঠকাচ্ছিস।

নাগো সত্যি!

সত্যি? তা কখন হবে শ্যুটিং?

রাত দু'টোয়।

সেকি রে! অত রাতে যাবি কী করে?

গাড়ি আসবে তো।

তুই একা যাবি?

হ্যাঁ। একদম একা। মা তো মাসির বাড়ি গিয়েছে। ফিরে আর যেতে পারবে না। টায়ার্ড লাগবে। তুমি যাবে?

আমি?

হ্যাঁ। যদি যেতে চাও নিয়ে যাব। বারবার জানতে চাও, প্রশ্ন করো, একবার দেখেই নাও না শ্যুটিং।

না রে আমার হবে না, অত রাতে! পরদিন সবার কলেজ, অফিস আছে না?

তা হলে বুলাকে নিয়ে যাই?

না না বুলা কী করে যাবে? বুলার পড়া আছে তো! একেবারেই অসম্ভব! এই এবার নীচে যাই কেমন। একদম ভুলে গিয়েছি, ভাত চাপিয়ে এসেছি, জল না দিলেই ধরে যাবে।

আর কথা না বাড়িয়ে দুড়দাড়িয়ে পালালেন মনা কাকিমা। ঠিক যেন ভূতে তাড়া করেছে। উনি ছাদ থেকে নীচে নামার পর হাসতে হাসতে ওর দম ফেটে যাচ্ছিল। বুলার নাম শুনে মুখ চোখের যা চেহারা হয়েছিল, তখনই হেসে ফেলেনি যে সেই ভাগ্যি! বুলা রনিতারই বয়সী। কলেজ আর বাড়ি। এর বাইরে গার্জেন ছাড়া কোথাও যাওয়ার পারমিশন নেই ওর। পরম শুদ্ধ সেই বুলাকে, সিরিয়ালের শ্যুটিংয়ে যেতে বলাই মহাপাপ! নীচে নেমে মনা কাকিমা ওর নামে কী কী বলবেন আন্দাজ করে হেসে কুটিপাটি হচ্ছিল রনিতা। ঠিক সেইসময়েই ফোনটা বাজল। নির্ঘাৎ ইন্দ্র। ঠিক তাই। একদিন দেখা না হলেই ফোন করে ছেলেটা।

কী করছ?

বিশ্রাম।

বিশ্রাম কোনও ক্রিয়া নাকি?

না বিশেষ্য। তবে বিশ্রাম নেওয়া যায়।

কীভাবে বিশ্রাম নিচ্ছ?

তোমায় কেন বলব? এ একান্ত পার্সোনাল ব্যাপার।

সিনেমা যাবে?

ধ্যুৎ। রোজ তো সিনেমা করছ, শখ মিটছে না?

তা হলে নাটক?

নারে বাবা। আমি আজ স্রেফ বিশ্রাম নেব।

তা হলে আমিও চলে আসি।

স্যরি!

সে কী? বারণ করছ?

করছি।

বাড়িতে আসতে?

হ্যাঁ। কেন না বাড়িতে আমি আর লক্ষ্মী ছাড়া কেউ নেই।

লক্ষ্মী কে?

কাজের মেয়ে।

মাসিমারা?

একটু বেরিয়েছেন।

তবে তো আসাই যায়। ফাঁকা বাড়িতে তুমি একদম একা। সঙ্গ দেব। ভালোই লাগবে।

আমি সঙ্গী চাইছি না।

নাকি সঙ্গী হিসাবে আমিই অপছন্দ?

যা ভাবো।

ঘটাং করে ফোন নামিয়ে রাখল ইন্দ্র। ওর ইগোতে লেগেছে। কী করবে রনিতা, বেশ খানিকটা ফাঁকা সময় পেয়ে আর যাই হোক সেটা ইন্দ্রের সঙ্গে কাটানো যায় না। বড়লোকের আদুরে ছেলে। চেহারাটা ভালো। শখ করে সিরিয়াল করতে এসেছে। এদের সঙ্গে কাজ করা যায়, বন্ধুত্ব হয় না। মা ইন্দ্রকে বেশ পছন্দ করে। মা এও ভাবে ওর সব কিছু গোলমালের আসল পান্ডা বাবা। শ্রীযুক্ত সুচারু সেন। ঐহিক তো অনেক পরে এল।

অন্যমনস্ক হয়ে ফোনের বোতামগুলো টিপছিল রনিতা। রিং হচ্ছে। ঐহিকের মা তুলেছেন ফোনটা। হ্যালো?

কোনও কথা না বলে ফোনটা নিঃশব্দে ক্র্যাডলে রেখে দিল ও।

ভরদুপুরেও জানলা দিয়ে বেশ খানিকটা কুয়াশা এসে বুকে জমে গেল রনিতার। কতদিন যে ঐহিকের গলা শোনেনি। আর কোনওদিন বোধহয় শুনবে না!

আকাশ

কেকার বাড়ি থেকে ফেরার পথে শাড়ি প্যালেসে ঢুকে দু'টো শাড়ি কিনল কুহু। গায়ে লাগছিল এটা অপচয়। তবু টুঁ শব্দ করেনি সুচারু। চাকরি প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। এইসময় টাকাপয়সা নিয়ে বড় দুশ্চিন্তা হয়। কিন্তু কুহুকে কিছু বলে লাভ নেই। ও যা ভাববে তা করবেই। বাসে রিকশায় সারা রাস্তা চুপচাপ বাইরে তাকিয়ে রইল কুহু। ভবানী শঙ্কর লেন থেকে কুঠিপুকুর মাঠ বড় কম দূরত্ব নয়। মাঝেমাঝে কুহুর আচরণ বেশ কষ্ট দেয় ওকে। এই দুমদাম কেকার বাড়ি যাওয়া, ওর স্বচ্ছলতা দেখে নিজের অস্বস্তিবোধ, কোনওটাই পছন্দসই নয় সুচারুর। এ সব এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। অথচ মনে মনে পুড়তে থাকবে। সেই আঁচ এসে সুচারুর গায়েও লাগে বইকি। তবু মুখ টিপে থাকে সুচারু। এও জানা আছে এ সব মুহূর্তে একটি কথাই আগুনের ফুলকি হয়ে সব পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে।

এমনিতে কেকার বাড়ি যেতে বেশ লাগে। বড় সরল মেয়েটা। একটু বা আনকমন। ওকে দেখলে স্বাদ বদল হয়। দেখা হতেই কেকা বলল, অনেকদিন পরে এলেন সুচারুদা। আমাদের ভুলেই গেলেন একেবারে।

ভুলেছি কোথায়, এই তো এলাম।

একপাশে দাঁড়িয়ে ভূমানন্দ ঠোঁট টিপে হাসছিল। ওরও চোখেমুখে যে খুশির ছাপ, তা খুব ভালো লাগছিল সুচারুর। কুহুর সঙ্গে থাকতে থাকতে আজকাল বড় ক্লান্ত লাগে। মনে হয় এমন মূল্যহীন মানুষ হয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি? মেয়ের ব্যাপারেও কিছু বলার স্বাধীনতা নেই।

দু'একদিন আগে থেকেই রনি বলে রেখেছিল এ রবিবারটা অফ নেব ভাবছি। তোমার সঙ্গেই সারাদিন কাটাব। তুমি থাকবে তো বাবা?

কী যে বলিস। তুই থাকবি আর আমি থাকব না। একমুখ হেসেছিল রনি। ওর মুখের সেই হাসি একবুক তৃপ্তি দিয়েছিল সুচারুকে। এ সব কথা হয়েছিল কুহুর আড়ালে। তবু কী করে যে বুঝে গেল। ইদানীং কুহুর সঙ্গে রনির সম্পর্কটা ভীষণ তিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দিনদিন রনি যত আঁকড়ে ধরছে ওকে, ততই ছিটকে যাচ্ছে মায়ের থেকে। ফলে সুচারুর সঙ্গে রনির কথাবার্তা আলাপ আলোচনা সবই বিষ নজরে দেখছে কুহু। অথচ রনির সঙ্গে যখন সুচারুর আলাদা করে কথা হয়, ওর মা–র আর সুচারুর কী করে আলাপ হল, কবে ওরা বিয়ে করল, এ সব গল্প শোনার কী আগ্রহ মেয়ের।

গতরাতে শোওয়ার আগে একবার ঘরে এসেছিল রনি। কুহু তখন রান্নাঘরে কী সব গোছগাছ করছে। বলেছিল, উদয়পুরে একটা সিরিয়ালের শ্যুটিং হবে। তুমি যাবে বাবা?

আমি একা? অবাক হয়েছিল সুচারু। সেকি? মা একা থাকবে কী করে?

কিন্তু ওরা তো একজনকেই অ্যাফোর্ড করতে পারবে বলে জানিয়েছে। তুমি তো